ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ- এর উদ্যোগে
মাসিক সেমিনার ২৭ জুন ২০০৯ ঃ রোজ শনিবার বিকাল ০৬.০০টা

ক্রমবর্ধমান অপরাধ দমনে প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইন

প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী

ভূমিকা ঃ

আল-াহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ভাল করে জানেন কোন বিধান দ্বারা তাদের কল্যাণ হবে এবং অপরাধমুক্ত ও কল্যাণমূলক সমাজ কিভাবে সৃষ্টি হবে। তিনি তাঁর রাসূলের স. মাধ্যমে সে সমাজ প্রতিষ্ঠা করছেন। রাসূল স. তার উম্মতদেরকে সে শাস্তির বিধান চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমষ্টি নিরাপদে সমাজে বসবাস করতে পারবে। সেখানে মানুষ জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা পাবে। ধনী গরীব, রাজা-প্রজা সকলে ন্যায় বিচার পাবে। সেখানে কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারও সম্পদ হরণ করতে পারবেনা।

হদ্দ আরবী হদুদ শব্দের এক বচন। এর মূল অর্থ দুটি জিনিসের মাছে প্রতিবন্ধক, যেমন বলা হয়, ঘরের সীমানা, জমিনের সীমানা হদ্দ, অর্থ নিষেধ, প্রাচীর, বাধাদান, প্রতিরোধ, হদ্দ বলা হয় অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে প্রতিরোধ করা।[১]

শরীয়তের পরিভাষায় ঃ

শরীয়তের কতিপয় সুনির্দিষ্ট অপরাধের জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তিকে হদ্দ বলে। কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের আল-াহর নির্দ্ধারিত হদ্দ (শাস্তি) পরিত্যাগ করা বা ক্ষমা করার কোন অধিকার নেই।[২]

ইসলামী শরিয়তে শাস্তির প্রকার ঃ

১. শরীয়ত যে শাস্তির প্রকার বা প্রয়োগ নির্ধারণ করেননি। কিভাবে উহা বাস্তবায়ন করা হবে তা বলে দেয়নি। বরং এর সব দায় দায়িত্ব কাজীর বিবেকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কাজী অপরাধের মাত্রা দেখে তাকে বৎসনা, বেত্রাঘাত অথবা বন্দী করতে পারবে। এটা হদ্দের মধ্যে গণ্য হবে না। এ ধরণের শাস্তিকে তাজীর বলে। এখানে কাজীর শাস্তি কমবেশী করার ক্ষমতা রয়েছে এবং তাকে ভবিষৎতের জন্য সাবধান ও সতর্ক করার ব্যবস্থা করবে।

২. দ্বিতীয় ধরণের শাস্তি যা শরীয়ত প্রনেতা উহা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং উহার প্রকার স্পষ্টভাবে বলেদিয়েছেন। এখানে কমবেশ করার কোন ক্ষমতা সুযোগ নেই। কারণ এসব শাস্তি মানুষের হকের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তির উপর জুলুম বা সীমালংঘন করা হয় কেবল মাত্র সে ব্যক্তি প্রতিশোধ বা দিয়াতের বিনিময় তাকে ক্ষমা করতে পারে। এধরনের শাস্তিকে বলা হয় ফৌজদারী আইন। যেমন ইচ্ছে করে হত্যা করা। কেউ কেউ এটাকে হদ্দও বলে থাকেন।

৩. তৃতীয় শাস্তির বিধান দুভাগে বিভক্ত ঃ

(ক) যে শাস্তি বিধানদাতার পক্ষ থেকে নির্ধারিত যেমন হত্যা, যখম বেত্রাঘাত, দেহের এক পার্শ্ব কেটে দেয়া। এখানে কমবেশী করার বা অন্য কোন শাস্তি দিয়ে পরিবর্তন করার কোন সুযোগ নেই।

(খ) আর এক ধরণের শাস্তি যা ক্ষমা করা অথবা তা প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকা বৈধ নয়। এমনকি কাজীর নিকট কোন প্রকার সুপারিশ করাও বৈধ নয়। কারণ যখন উহা কাজীর নিকট উপস্থাপন করা হবে। তখন তা আল-াহর হক হিসাবে গণ্য হবে।[৩]

যে সব অপরাধে শাস্তি দেয়া ওয়াজেব ঃ

কুরআন, হাদীস ও মুসলমানদের ঐক্যমতে সে সব অপরাধে শাস্তি নির্ধারিত তাহলো ব্যভিচার, জ্বিনার মিথ্যা অভিযোগ, চুরি, ডাকাতি, মদপান ও রিদ্দা।

কুরআনে হদ্দ সম্পর্কে যে বিধান এসেছে সেগুলো দুভাগে বিভক্ত ঃ

১. এক ধরণের আয়াতে হদ্দ কায়েম করার কথা বলা হয়েছে। তা অবহেলা করা, খাটো করে দেখা বা সুপারিশ করে শাস্তি থেকে রেহাই দেয়া অথবা ধনী গরীবের মাঝে শাস্তি বিধানে পার্থক্য সৃষ্টি করার ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

২. যে সব শাস্তির প্রকার মাত্রা ও পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে।

প্রথম প্রকারে শাস্তির বিধান সরাসরি কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। আল-াহ বলেন, এসব আল-াহর সীমারেখা তোমরা তা লংঘন করোনা যারা এসব সীমারেখা লংঘন করে তারা জালিম।[৪]

এসব আল-াহর সীমারেখা সুতরাং এর নিকটবর্তী হবে না।[৫]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, কুরাইশদের বনিমখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করেছিল তারা উসামা ইবনে যায়েদের কাছে গিয়ে রাসূল সা. এর নিকট সুপারিশ করার আবেদন করে। তখন রাসুল সা. বললেন, হে উসামা তুমি নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছ? ইতিপূর্বে এ কারণে বনি ইসরাঈলদের ধবংস করা হয়েছে। যে তাদের মাঝে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেউ চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আল-াহর শপথ যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তার শপথ করে বলছি। যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয় তাহলে মুহাম্মদ তার হাত কেটে দিবে।[৬] রাসুল সা. আল-াহর নির্ধারিত শাস্তি ব্যাপারে উসামার সুপারিশ অস্বীকার করলেন। কারণ চুরির বিষয়টি রাসুলের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছিল। তবে বিচারকের নিকট উপস্থাপনের পূর্বে মালিক ইচ্ছে করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারে। কিন্তু যখনই বিচারকের দরবারে মামলা র"জু হবে তখন সুপারিশ করার কোন সুযোগ নেই।[৭]

একবার সফওয়া ইবনে উম্মিয়া পাশে চাদর রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, সে সময় একজন চোর তার চাদরখানা চুরি করার চেষ্টা করে। তিনি তাকে ধরে রাসূলের কাছে নিয়ে আসেন। রাসুল সা. তার হাত কর্তনের নির্দেশ দেন। তখন সফওয়ান বললেন হে আল-াহর রাসুল সা. আমার এ চাদরের জন্য তার হাত কর্তন করছেন? আমি তাকে উহা দান করে দিলাম। তার কথা শুনে রাসূল বললেন, তুমি কেন পূর্বেই তাকে উহা দান করে দিলেনা? অতঃপর রাসূল সা. তার হাত কর্তনের নির্দেশ দেন। [৮] আল-াহর রাসুল সা. বলেন জমিনে একটি শাস্তির বিধান কায়েম করা জমিনের অধিবাসীদের জন্য ৪০ দিন বৃষ্টি হওয়ার চেয়ে উত্তম। [৯]

দ্বিতীয় ঃ যে সব আয়াতে সাধারনভাবে আল-াহর বিধান বাস্তবায়ন করার আহবান করা হয়েছে যেমন, যারা আল-াহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করেনা তারা জালিম কাফির ও ফাসিক।[১০]

১. ব্যভিচার ঃ

অর্থ বিবাহিত সম্পর্ক ছাড়া কোন নারী পুর"ষের যৌন মিলন। ইসলাম মানুষকে বিবাহ বন্ধনের প্রতি আহবান করেছে। এর মাধ্যমে নারী পুর"ষ পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, স্নেহ মমতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করেছে। স্বাভাবিক যৌন চাহিদা নিবারণের এটাই উত্তম পন্থা। এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে যৌন চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে, যে কারণে অবৈধভাবে নারী পুর"ষের মিলন, অশ-ীল অশালীন কাজ থেকে দুরে থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। যাতে করে পরিবার দুর্বল ও বিনষ্ট না হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যভিচারের কারণে বংশধারা বিনষ্ট হয়। পরিবার ও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। নৈতিক চরিত্রের মূল শিকড় কেটে দেয়। এর বিপরীত ব্যভিচারের কঠোর শাস্তির বিধান মানুষের চরিত্র, ইজ্জত ও পরিবারের নিরাপত্তা বিধানে সাহায্য করে। আর পরিবার হলো সমাজের ভিত্তি ব্যক্তির সততা ও নৈতিকতার উপরই একটি সুন্দর সমাজ নির্ভর করে। যে কারণে ইসলাম এ অপরাধের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। বর্তমান প্রচলিত আইনে ব্যভিচার শুধু তখনই অপরাধ যখন কোন পক্ষের উপর জবরদস্তি করা হয়। এখানে ব্যভিচার আসল অপরাধ নয় বরং জবরদস্তি করাটা হলো অপরাধ।

ব্যভিচার সম্পর্কে আল-াহ বলেন, ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী উভয়ের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে। আল-াহর বিধান কার্যকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভান্বিত না করে। যদি তোমরা আল-াহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। মুমিনদের একদল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। [১১]

উবাদা ইবনে সামিত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল সা. বলেন আমার নিকট থেকে সহজ বিধান নাও। আল-াহ স্ত্রীগণের জন্য একটি পথ উদ্ভাবন করেছেন। তাহলো অবিবাহিত পুর"ষ ও অবিবাহিত নারী ব্যভিচার করলে একশত বেত্রাঘাত মারা এবং এক বছর দেশান্তর করা। আর বিবাহিত পুর"ষ বিবাহিতা স্ত্রী ব্যভিচার করলে একশত বেত্রাঘাত ও প্রস্তর নিক্ষেপ। [১২]

ব্যভিচারের শাস্তির বিধান ঃ

১. ফকীহদের ঐক্যমতে অবিবাহিত পুর"ষ অথবা নারী ব্যভিচার করলে একশত বেত্রাঘাত করা।
২. বিবাহিত পুর"ষ ও নারীকে পাথর মেরে হত্যা করা। তবে শাস্তির জন্য শর্ত হলো ঃ
   ক) বালেগ ও বুদ্ধিমান হওয়া সুতরাং কোন পাগল ও বালককে শাস্তি দেয়া যাবে না।
   খ) স্বাধীন হওয়া কোন দাস দাসীকে শাস্তি দেয়া যাবে না।
   গ) বিবাহ শুদ্ধ হওয়া। অর্থ্যাৎ বৈধ পন্থায় বিবাহ হওয়া।
   ঘ) শাস্তি প্রকাশ্য স্থানে হওয়া। [১৩]
   ঙ) সাক্ষী চারজন পুর"ষ হতে হবে। কোন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নয়।

চারজন পুর"ষ একই সময়ে উভয়কে কর্মরত অবস্থায় দেখতে হবে। যদি তিনজনের সাক্ষ্য এক রকম হয় আর একজনের সাক্ষী তাদের বিপরীত হয় অথবা একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহর করে তাহলে তার উপর কযকের (মিথ্যা অভিযোগের) শাস্তি প্রযোজ্য হবে। তখন ব্যভিচারের শাস্তি প্রযোজ্য হবেনা।[১৪]

কোন নারী বা পুর"ষের উপর ব্যভিচারের অভিযোগ উপস্থাপন করা কঠিন কাজ। এতে তাদের মান সম্মান পরিবার পরিজন ও জীবনের জন্য বিরাট হুমকি ও মৃত্যুর বিষয় জড়িত। যে কারণে ইসলাম সাক্ষীর ব্যাপারেও কঠিন শাস্তির বিধান রেখেছে। যাতে যে কোন ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে কারো জীবন ও মানসম্মান বিনষ্ট করতে না পারে।

ব্যভিচারের সাক্ষ্য দান সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ

১. চারজন সাক্ষী হতে হবে।
২. বালেগ হতে হবে।
৩. বুদ্ধিমান হতে হবে।
৪. ন্যায়বান হতে হবে, কোন ফাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।
৫. উভয়কে কর্মরত অবস্থায় দেখতে হবে।
৬. মুসলমান হতে হবে।
৭. সকলে একই সময় একই স্থানে দেখেছ তা নিশ্চিত করতে হবে।
৮. সকলে পুর"ষ হতে হবে।
৯. ঘটনা পুরাতন হলে গ্রহণযোগ্য হবেনা। যদি সাথে সাথে ঘটনা প্রকাশ করা না হয় তাহলে ইমাম আবু হানিফার মতে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[১৫]

২. ডাকাতির শাস্তি ঃ

আরবী মূল শব্দ, হরব বা মুহারেবা (যুদ্ধ করা) বাংলা ভাষায় ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানিকে হরব বা মুহারেবা বলা হয়।

১. ইমাম মালেকের মতে, মুহারেব (যুদ্ধকারী) হলো ঐ ব্যক্তি যে মানুষের উপর শহর অথবা মর ভূমিতে অস্ত্র নিয়ে ভয় দেখায়।

২. ইমাম আবু হানিফা মতে, যে ব্যক্তি মর ভূমি অথবা কোন প্রান্তরে পথিকের উপর সশস্ত্র আক্রমণ করে।

৩. ইমান শাফেয়ীর মতে, যে ব্যক্তি শহর, বাড়ি, মর ভূমি রাস্তায় অথবা গ্রামে ছিনতাই ও ডাকাতি করে তাকে মুহারেব বলে।[১৬]

এখানে ডাকাতি, ছিনতাই ও সন্ত্রাসীদলকে ও মুহারিব বলা হয়। যেমন হত্যাকারীদল, মানুষ জিম্মিকারী, ডাকাতদল, ব্যাংক লুণ্ঠনকারী, নারী ও শিশু অপহরণকারী, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিনষ্টকারী, সম্পদ, পশু, ফসল লুণ্ঠনকারী ও বিমান ছিনতাইকারী। এসবই ডাকাতি ছিনতাইকারীর কাজ।[১৭]

এদের শাস্তি সম্পর্কে আল-াহ বলেন, যারা আল-াহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতা করে এবং দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টির পায়তারা করে তাদের শাস্তি হলো তাদেরকে হত্যা করতে হবে অথবা শূলেবিদ্ধ করতে হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কেটে ফেলতে হবে (ডান ও বাম পা অথবা বাম হাত ও ডান পা) অথবা তাদের দেশান্তর করতে হবে। দুনিয়াতে এটাই তাদের জন্য লাঞ্চনাকর শাস্তি আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। [১৮]

রাসুল স. বলেন যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র বহন করে সে আমার উম্মত নয়। [১৯]

ডাকাতির শাস্তির নিয়মাবলী ঃ

১. তাকে বুদ্ধিমান ও প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। সুতারাং বালক ও পাগলের উপর শাস্তি প্রযোজ্য নয়। কেউ কেউ বলেন তবে তারা যদি এ ধরনের কাজ করে তাহলে তাদের অভিভাবকের কাছ থেকে দিয়াত আদায় করতে হবে।[২০]

২. সাথে অস্ত্রবহন করা। কারণ তারা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ডাকাতি করে।

৩. ডাকাতি ও ছিনতাই প্রকাশ্য অথবা ধোকা প্রতারণার মাধ্যমে করা।

৪. ছিনতাইকৃত ব্যক্তি নিরপরাধ হওয়া।[২১]

ডাকাতি ও ছিনতাইকারীর শাস্তির বিধান ঃ

কোন কোন আলেম বলেন, হত্যাকারী ও লুণ্ঠনকারীর উপর শাস্তি প্রয়োগ করা ইমামের ইচ্ছেধীন। তিনি আল-াহ প্রদত্ত শাস্তি হত্যা, সুলেবিদ্ধ করা, হাত পা কর্তন করা ও দেশ থেকে নির্বাসন করার মধ্যে থেকে যে কোন একটি প্রয়োগ করবেন। কেননা আয়াতে উলে-খ করা হয়েছে। ইহা মুজাহিদ, দাহাক, নাখয়ী ও মালেকের মত। ইবনে আব্বাস বলেন, কুরআনে অথবা শব্দ দ্বারা যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে । তা সবই স্বেচ্ছামূলক। [২২] একদল আলেম বলেন, আয়াতে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তির বিধান ধারাবাহিকভাবে উলে-খ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি হত্যা করবে ও সম্পদ লুণ্ঠন করবে তাকে সুলেবিদ্ধ করে হত্যা করা হবে। আর যে শুধু সম্পদ লুণ্ঠন করেছে তার হাত, পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করতে হবে। যে ব্যক্তি শুধু রাস্তায় ত্রাস সৃষ্টি করেছে হত্যা করে নাই সম্পদ লুণ্ঠন করে নাই তাকে দেশ থেকে নির্বাসন দিতে হবে। ইহা ইমাম সাফেয়ী আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মত।[২৩]

ইমাম আবু হানিফা বলেন আয়াতে বর্ণিত বিধান ইমামের ইচ্ছেধীন মনে করেন। তবে সকল মুহারিবের জন্য নয়। তা নির্দিষ্ট মুহারিবের জন্য যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে এবং সম্পদ লুণ্ঠন করেছে তার ক্ষেত্রে ইমামের চার প্রকার সুযোগ রয়েছে।

১. ইমাম ইচ্ছে করলে বিপরীত দিক থেকে তার হাত, পা কেটে তারপর হত্যা করবে।

২. ইচ্ছে করলে বিপরীত দিক থেকে হাত, পা কেটে দিবে ও সুলবিদ্ধ করবে।

৩. ইচ্ছে করলে হাত, পা না কেটে শুধু সুলেবিদ্ধ করবে।

৪. ইচ্ছে করলে শুধু জনস্বার্থের কারণে হত্যা করবে।

তার মতে হত্যা অথবা সুলেবিদ্ধ করার সংগে অবশ্য হাতও কাটতে হবে। কেননা তার দুটি অপরাধ। হত্যা ও মাল লুণ্ঠন। সুতরাং হত্যা করার শাস্তি তাকে হত্যা করা। আর সম্পদ লুণ্ঠন করার শাস্তি হাত কর্তন করা। উভয় ক্ষেত্রে ভয়ভীতি ও আতংক সৃষ্টির ব্যাপার রয়েছে যে কারণে শুধু কর্তন করার মধ্যে শাস্তি সীমাবদ্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। ইহা ইমাম আবু হানিফার মত।[২৪]

সুলেবিদ্ধ করে শাস্তির ধরন ঃ

জমহুর ফকীহদের মতে তাকে জনসাধারণের চলার পথে একদিন অথবা তিনদিন জীবিত অবস্থায় সুলেবিদ্ধ করতে হবে। যাতে অন্য অপরাধীরা অপরাধ থেকে বিরত থাকে। অতঃপর তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। উহা মালেক ও আবু হানিফার মত। একদল বলেন, হত্যার পূর্বে সূলবিদ্ধ করা উচিত হবেনা। বরং হত্যার পর তাকে সূলেবিদ্ধ করতে হবে। যাতে তার নামাজ ও খানাপিনার ব্যঘাত না ঘটে। তাকে হত্যা করে জানাযা পড়ে সূলেবিদ্ধ করতে হবে উহা ইমাম সাফেয়ীর মত।[২৫]

ইমাম সাফেয়ী বলেন, আমি সূলেবিদ্ধ করে হত্যা করা পছন্দ করিনা। কারণ রাসুল স. অঙ্গচ্ছেদ করতে নিষেধ করেছেন। আলুসী বলেন, হত্যা করার পূর্বে জীবিত অবস্থায় সূলেবিদ্ধ করতে হবে এবং বর্শা দিয়ে তার পেট ফেড়ে দিতে হবে। যাতে তার মৃত্যু হয়।[২৬]

৩. চুরির শাস্তি ঃ

ধন সম্পদ মানব জীবনের চালিকাশক্তি। মানব জীবনে অর্থ সম্পদ থাকা অপরিহার্য। ইসলাম ধন সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের পূনাংঙ্গ বিধান পেশ করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির ধন সম্পদের মালিকানা অর্জনের অধিকার রয়েছে। কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ দখল করার অধিকার নেই। সেজন্য ইসলাম চুরি, ধোকা, প্রতারনা, সুদ ভেজাল ঘুষ ওজনে কম-বেশ করে মালের মালিক হওয়া অন্যায় ও জুলুম মনে করে। আল-াহ দুহাত দিয়েছেন সে উহার সাহায্য পরিশ্রম করে আয় করবে, আর যদি সে হাত দ্বারা সে চুরি করে তাহলে সেটি হবে খেয়ানতকারী ও রোগাগ্রস্থ অংঙ্গ সুতরাং সে অংগ কেটে ফেলাই উত্তম কাজ।

আভিধানিক অর্থে চুরি ঃ

গোপনে ও ধোকা দিয়ে সম্পদ গ্রহণ করা। [২৭] গোপনে সুরক্ষিত স্থান থেকে চুপে চুপে মাল গ্রহণ করা। শরিয়তের পরিভাষা প্রাপ্ত বয়স্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্তৃক অন্যায়ভাবে গোপনে সুরিক্ষতস্থান থেকে নির্দিষ্ট পরিমান সম্পদ নেয়াকে চুরি বলা হয়। [২৮]

চোরের শাস্তির শর্তসমূহ ঃ

১। তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক (বালিগ) ও বুদ্ধিমান হতে হবে। যেহেতু চুরি একটি অপরাধ আর প্রাপ্ত বয়স্ক ও বুদ্ধিমান ছাড়া উহা সংগঠিত হয়না। পাগল ও বালকের উপর শরিয়তের বিধান প্রযোজ্য নয়, সুতরাং তারা যদি কোনভাবে অপরাধ করেও ফেলে তবুও তারা শাস্তির আওতাভুক্ত হয়না। যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক চুরি করে তার উপর হাত কর্তনের বিধান প্রয়োগ করা যাবেনা। তবে তাকে ভৎসনা করা যাবে। অর্থ্যাৎ তাকে অন্য শাস্তি দেয়া যাবে।

২। স্বেচ্ছায় চুরি করতে হবে। যদি বলপূর্বক তাকে দিয়ে চুরি করাতে বাধ্য করে তাহলে হাত কাটা যাবে না, যেহেতু কাজটি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা হয়েছে।

৩। অভাবগ্রস্থ ও সম্পদের মুখাপেক্ষী না হওয়া। যদি ক্ষুধা বা পরিবার পরিজনের ক্ষুধা নিবারণের কারণে চুরি করে তাহলে শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। উমর (রাঃ) বলেন, দুর্ভিক্ষের সময় হাত কর্তন করা যাবে না। [২৯]

৪। চোর ও সম্পদের মালিকের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলে হাত কর্তন করা যাবেনা। যেমন পিতা-মাতা যদি সন্তানের মাল চুরি করে তাহলে হাত কর্তন করা যাবে না রাসুল সঃ বলেন তোমার সম্পদে তোমার পিতার অধিকার রয়েছে [৩০] তেমনি পিতা-মাতার সম্পদ চুরি করলে সন্তানের হাত কর্তন করা যাবে না।

ইমাম আবু হানিফা ও সত্তরী বলেন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলে হাত কর্তন করা যাবে না, যেমন চাচা, মামু, বোন, চাচী. ভাই কারণ এতে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে অথচ আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আল-াহ নির্দেশ করেছেন, কোন গোলাম মালিকের মাল চুরি করলে তার হতা কর্তন করা যাবে না, দুর্ভিক্ষের কারণে চুরি করলে হাত কর্তন করা যাবে না। [৩১]

৫। চুরি করা সম্পদে অংশীদার থাকলে হাত কর্তন করা যাবে না।

৬। আল-াহর পথে গাজী হয়ে চুরি করলে হাত কর্তন করা যাবে না। ইসার ইবনে আরতাত থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে যুদ্ধে চুরি করতে দেখলেন, তখন বেত্রাঘাত করলেন কিন্তু হাত কর্তন করেননি। তিনি বললেন, রাসূল (সঃ) যুদ্ধের সময় হাত কর্তন করতে নিষেধ করেছেন । [৩২]

কি পরিমান মাল চুরি করলে হাত কর্তন করা হবেঃ

এ ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হাত কেটে দাও। এটি তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল-ার নির্ধারিত দন্ড। আল-াহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় [৩৩]

চোরের হাত কর্তন করার ক্ষেত্রে চুরির পরিমান (নেসাব) নিয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা ও সত্তরী বলেন দশ দিরহাম ও তার অধিক পরিমান চুরির অপরাধ ছাড়া হাত কাটা যাবে না।

(ক) রাসূল সঃ বলেছেন, দশ দিরহামের কম হাত কাটা যাবে না [৩৪] নবী করিম এক দিনারের এক চুতুর্থাংশ বা তার বেশী চুরি না করলে হাত কাটার নির্দেশ দিতেন না। সেকালে দিরহামে ৩ মাষা $১\frac{১}{৫}$ রতি রৌপ্য থাকতো এবং এক চুতুর্থাংশ দীনার তিন দিরহাম সমান হতো [৩৫]

ইমাম মালেক ও শাফেয়ী বলেন এক দিনারের এক চতুর্থাংশ অথবা তিন দিরহামের কম পরিমান হলে হাত কাটা যাবেনা। হানাফীদের দলিল রাসুল সঃ এক দিনারের এক চুতুর্থাংশ বা তার বেশী চুরি করলে হাত কাটার নির্দেশ দিতেন।

চোরের হাত কাটার পরিমাণ ঃ

আল-াহর বাণী দ্বারা বুঝা যায় চুরির কারণে হাত কাটা ওয়াজেব। ফকীহগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য যে ডান হাত কর্তন করতে হবে, তবে কোথা থেকে হাত কাটা হবে এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মিশরীয় ফকীহগণ বলেন হাতের কব্জি থেকে কাটতে হবে কনুই ও কাঁধ থেকে নয়।

খারেজীগণ বলেন কাঁধ পর্যন্ত কাটতে হবে। আবার কেউ বলেন শুধু হাতের আঙ্গুল-সমূহ কাটতে হবে।[৩৬] জমহুর ফকীহগণের দলিল রাসূল সঃ চোরের হাত কব্জি থেকে কেটে দিয়েছেন। তেমনিভাবে আলী রাঃ ও উমর রাঃ থেকে বর্ণিত যে তাঁরা উভয়েই চোরের হাত কব্জি থেকে কেটে দিয়েছেন। এটাই নির্ভরযোগ্য। [৩৭] চোর দ্বিতীয়বার চুরি করলে ফকীহদে ঐক্যমতে তার ডান পা কেটে দিতে হবে। তাদের দলিল দারুল কুর্তানি থেকে বর্ণিত, রাসূল স. বলেন চোর চুরি করলে তার হাত কেটে দাও। পুনরায় চুরি করলে তার বাম পা কেটে দাও। আলী ও উমর (রা.) প্রথমে চোরের হাত কেটে দিয়েছেন দ্বিতীয়বার ডান পা কেটে দিয়েছেন, আর এ কাজটি করা হয়েছিল সাহাবাদের উপস্থিতি। তাদের একাজ কেউ অস্বীকার করেননি। সুতারাং এটা ইজমায় রূপান্তরিত। [৩৮]

হানাফী ও হাম্বলী ইমামদের নিকট চোর তৃতীয়বার চুরি করলে হাত কাটা যাবে না তবে চোরাই মালের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে, তাকে জেলে পাঠাতে হবে যতক্ষণ সে তাওবা না করে, মালেকী ও শাফেয়ীগণ বলেন তৃতীয়বার চুরি করলে তার বাম হাত কাটা হবে এরপর ও চতুর্থবার চুরি করলে তার ডান পা কাটতে হবে। তরকারী, খাদ্য, বাগানের পাখি, খেলনার জিনিষ ও গান-বাজনার সরঞ্জাম চুরি করলে হাত কাটা যাবে না, তবে চুরির অপরাধে হাত কাটা না গেলেও তাকে তাযীবের শাস্তি দিতে হবে। যাতে সে এ অপরাধ থেকে বিরত থাকে। [৩৯]

৪. মদপান ঃ

ইসলাম সকল প্রকার মাদকদ্রব্য ও মদপান হারাম করেছে। মাদকদ্রব্য সেবন করার ফলে মানুষের বিবেকবুদ্ধি লোপ পায়। তখন সে কল্যাণ ও অকল্যাণের চিন্তা হারিয়ে ফেলে। ফলে সেব বড় অপরাধ করে বসে। অনেক সময় সে হত্যা ও ব্যভিচার করতে দ্বিধা করেনা। মদের আসক্তিতে মস্তিষ্ক বিভ্রান্তি ও সম্পদের বিলুপ্তি ঘটে দেহকে ধবংস করে দেয়। পারিবারিক শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে। আল-াহর অনুগত্য বাধাগ্রস্থ হয়।

আল-াহ বলেন, হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া বলিদানের স্থান ও পাশা এ সবই জঘন্য শয়তানী কাজ। এ সব পরিহার কর। আশা করা হচ্ছে যে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে। শয়তান তো মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্র"তা ও হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে সংকল্পবদ্ধ তোমাদের আল-াহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট, তাহলে তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে।[৪০]

রাসূল স. বলেন সকল নেশার জিনিসই মাদক আর সকল নেশার জিনিষই হারাম।[৪১]

মদপানের শাস্তি ঃ

মদপানের শাস্তির ওয়াজেব হওয়ার বিষয় ফকীহগণ একমত তবে শাস্তির পরিমাণ নিয়ে তাদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেকের মতে ৮০টি বেত্রাঘাত। ইমাম শাফেয়ীর মতে ৪০টি বেত্রাঘাত। রাসূল স. মদপানকারীকে ৪০টি, আবু বকর ৪০টি উমর রা. ৮০টি বেত্রাঘাত করেছেন। [৪২]

৫. কযফ বা মিথ্যা ব্যভিচারের অভিযোগঃ

ইসলামের উদ্দেশ্য মানুষের ইজ্জত সম্মানের হিফাজত করা। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কোন পুর"ষ বা নারীকে অপমানিত ও লাঞ্চিত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলাম এ ধরনের কাজকে হারাম করেছে এবং অভিযোগকারীর বির"দ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রেখেছে যাতে কেউ কারও উপর জ্বিনার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে অপমানিত করতে সাহস না পায়। কযফ বা মিথ্যা অপবাদ আভিধানিক অর্থ ঃ কারো প্রতি পাথর মারা। শরিয়তের ভাষায় কোন পুর"ষ বা মহিলার উপর জ্বিনার মিথ্যা অপবাদ দেয়া।

আল-াহ বলেন, যারা স্বাধ্বী রমনীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন স্বাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদের আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, তারা ফাসিক। সূরা নুর-৪ [৪৩] রাসূল স. বলেছেন, তোমরা সাতটি বড় পাপ থেকে বিরত থাক। আল-াহর সাথে শিরিক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ট প্রদর্শন করা, সতী সাধ্বী নারীদের উপর জ্বিনার মিথ্যা অভিযোগ দেয়া। [৪৪]

আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত, শরিফ ইবনে সাহমা হেলাল ইবনে উমিয়ার স্ত্রীর বির"দ্ধে রাসূলের স. নিকট মিথ্যা জ্বিনার অভিযোগ করে তখন রাসূল সা. বললেন তুমি সাক্ষ্য পেশ কর অন্যথায় তোমার পিঠে হদ্দের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। [৪৫]

মিথ্যা অভিযোগকারীর শর্ত ঃ

১। বুদ্ধিমান ও বালেগ হতে হবে। বালক, পাগল ও নেশাগ্রস্থ ব্যক্তির উপর শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না।

২। অভিযোগকারীকে চারজন স্বাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। যদি তাতে অপারগ হয় তাহলে তাকে ৮০ বেত্রাঘাত দিতে হবে।[৪৬]

৩। স্বপ্রনোদিত হতে হবে।

৪। স্বামী-স্ত্রীর উপর কাযফের অভিযোগ আনতে পারবে না।

তবে সেখানে লেয়ান (লানত) এর বিধান প্রযোজ্য হবে। যারা সাধ্বী রমনীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে চারজন স্বাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে অবশিষ্ট ৮০ কশাঘাত করবে এবং কখন ও তাদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করবে না তারা ফাসিক। [৪৭]

অভিযোগকারীর জন্য শর্তসমূহ ঃ

১। সে বালেগ ও বুদ্ধিমান হবে।

২। মুসলমান হতে হবে।

৪। স্বাধীন হতে হবে। কোন দাস স্বাধীন ব্যক্তির উপর কযেকের অভিযোগ করতে পারবে না। [৪৮]

কযফের শাস্তি ঃ অপবাদ যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে নিম্নবর্ণিত শাস্তি ভোগ করতে হবেঃ

১। ৮০ বেত্রাঘাত ।

২। তার স্বাক্ষ্য অন্য কোন স্থানে কখনও গ্রহণ যোগ্য হবে না যে ফাসিক হিসাবে গণ্য হবে [৪৯] কযকের শাস্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্য হলো ইসলামী সমাজে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মানুষ বসবাস করবে, একে অপরের ইজ্জত ও সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধা করবে কেউ যেন কারও সম্মান ইজ্জত নষ্ট করতে না পারে সেজন্য ইসলাম এ ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, যাতে সমাজে কেউ অশ-ীলতা ছড়াইতে না পারে।

৫. রিদ্দা (ধর্ম ত্যাগ) ঃ

যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম থেকে কুফরীতে ফিরে যায় তাকে মুরদাদ বলে এর উদ্দেশ্য মুসলমান বালেগ পুর"ষ অথবা নারী স্বেচ্ছায় ইসলাম থেকে কুফরীতে ফিরে গেলে তাকে মুরতাদ বলে। [৫০]

আল-াহ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার স্বীয় দ্বীন হতে ফিরে যায় এবং কাফিররূপে মারা যায়, ইহকাল ও পরকালে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। তারা অগ্নিবাসী সেখানে তারা স্থায়ী থাকবে।" [৫১]

রাসূল স. বলেন যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর। [৫২]

মুরতাদের উপর শাস্তি প্রয়োগের শর্ত ঃ

১। দ্বীন থেকে কুফরীতে ফিরে যাওয়া।

২। বালেগ ও বুদ্ধিমান হওয়া যে কারণে বালক, পাগল অসুস্থ ঘুমন্ত ব্যক্তিকে মুরতাদ বলে শাস্তি দেয়া যাবে না।

৩। স্বেচ্ছায় দ্বীন থেকে বের হওয়া। কেউ বলপূর্বক দ্বীন থেকে বের করতে বাধ্য করলে মুরতাদ বলা যাবে না। [৫৩]

মুসলমান কখন মুরতাদ বলে গন্য হয় ঃ

১। ঈমানের আরকানসমূহ অস্বীকার করলে। যেমন-আল-াহ, ফিরিস্তা, রিসালাত, ওহী, পরকাল, নামাজ, যাকাত।

২। হারাম জিনিষকে হালাল মনে করা যেমন ঃ জ্বিনা, মদপান, সুদ।

৩। কোন হালাল জিনিষকে হারাম মনে করা। যেমন-খাদ্যদ্রব্য।

৪। দ্বীনকে গালি দেয়া। অর্থ্যাৎ কুরআন ও সুন্নাহের কোন বিধানের অপবাদ, নিন্দা ও অপ্রয়োজন মনে করা এবং কুরআন সুন্নার আইনের পরিবর্তে মানুষের তৈরী আইনকে অগ্রাধিকার দেওয়া ও কল্যাণকর মনে করা।

৫। কোন ব্যক্তির উপর অহী অবতীর্ণ হয় বিশ্বাস করা।

৬। কুরআন শরীফ ময়লা স্থানে নিক্ষেপ করা এবং বিদ্রোপ করা। [৫৪]

৭। নবী করিম স. কে কটু বাক্য বলা বা তার কোন বাণী নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা।

মুরতাদের শাস্তি দুটি ঃ

১। আখিরাতের শাস্তি ঃ কঠিন আযাব ও চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

২। দুনিয়ার শাস্তি তাকে হত্যা করা

মুরতাদ পুরুষ হলে তাকে হত্যা করার ব্যাপারে সকলে একমত তবে মুরতাদ নারীর ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

১। কোন কোন আলেমগণের মতে পুরুষের মত তাকেও হত্যা করতে হবে। কারণ হাদীসে পুরুষ নারীকে পৃথক করা হয়নি। উম্মে মারওয়ান নামে এক মহিলা মুরতাদ হলে রাসূলের নিকট এ সংবাদ পৌছানো হয়। তখন তিনি বললেন তাকে তাওবা করতে বল। তাওবা না করলে তাকে হত্যা কর। [৫৫]

২। কেউ কেউ বলেন, তাকে বন্দী করে রাখ, হত্যা করো না।

৩। হানাফী ইমামদের নিকট তাকে হত্যা করা যাবে না তবে তাকে বন্দী করে ইসলামে ফিরে আসার আহবান করতে হবে। যদি অস্বীকার করে তাহলে বন্দী করে রাখতে হবে। [৫৬]

ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার অর্থ বিদ্রোহ করা। কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে রাষ্ট্র তাকে কখনও ক্ষমা করে না। সুতারাং মুসলমান নাম ব্যবহার করে কেউ বিদ্রোহ করলে সেও ক্ষমা পেতে পারে না।

৭. হত্যা ঃ

আল-াহ ত্বায়ালা মানুষকে সম্মানিত করেছেন তিনি মানুষকে নিজ হাতে তৈরি করেছেন এবং ফেরেস্তাদের চেয়েও মানুষকে অধিক সম্মানিত করেছেন। মানুষকে জমিনে খলিফা নিযুক্ত করেছেন। তিনি মানুষের জন্য এ পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দেয়া শরিয়তের দৃষ্টিতে একটি ফরজ কাজ। সুতারাং কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জীবন ধবংস করা বিরাট অপরাধ। অন্যায়ভাবে কাকেও হত্যা করা ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। আল-াহ বলেন, অন্যায়ভাবে কাকেও হত্যা করা হারাম। [৫৭]

হত্যা তিন প্রকার ঃ

হত্যা তিন প্রকার (১) ইচ্ছাকৃত হত্যা করা (২) ভুলবশত হত্যা (৩) ইচ্ছার সাদৃশ (সবহে আমাদ)

১। ইচ্ছা করে হত্যা ঃ হত্যার উদ্দেশ্য এমনবস্তু দ্বারা আঘাত করা যাতে তার মৃত্যু ঘটে যেমন, তরবারী, ছুরি অথবা অস্ত্র। এ ধরনের ইচ্ছেকৃত হত্যার জন্য কিসাস ওয়াজেব। কারণ সে এমন কিছু দ্বারা আক্রমন করেছে যা দ্বারা সাধারনত হত্যা করা হয়।

২।ভুলবশত হত্যাঃ তার ইচ্ছে ছিল কোন মুশরিক বা পাখির দিকে তীর নিক্ষেপ করা ভুলবশত সেটি কোন মুসলমানকে আঘাত করল। [৫৮]

৩। ইচ্ছার সাদৃশ্য ঃ এটি হলো তাকে লাঠি দিয়ে হালকাভাবে আঘাত করা সাধারনতঃ এ ধরনের আঘাতের মাধ্যমে হত্যা করা হয়না অথচ সে মারা গেল অথবা হাত দিয়ে চড় মারা হলো অথবা ছোট পাথর দিয়ে আঘাত করা হলো তাতে সে মারা গেল।

হত্যার শাস্তির বিধান ঃ

ইচ্ছে করে হত্যার শাস্তি ঃ

১। কেসাস অথবা দিয়াত বা ক্ষমা করে দেয়া। [৫৯]

২। উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া।

৩। কোন কোন ফকীহদের মতে তার কাফফারা আদায় করতে হবে।

৪। সে গুনাহগার বলে বিবেচিত হবে।

ইচ্ছার সাদৃশ্য শাস্তি ঃ

১। দিয়াত ঃ একশত উট, ৪০টি দুধওয়ালা, ৩০টি ছোট, আর ৩০টি প্রাপ্ত বয়স্ক।

২। কাফফারা ঃ কাফফারা একজন মুমিন দাস মুক্ত করা যদি তা সম্ভব নয় হয় তাহলে একাধারে দুমাস রোযা রাখা। কেউ কেউ বলে তা সম্ভব না হলে ৬০ জন মিসকিন খাওয়াতে হবে।

৩। উত্তরাধিকারী থেকে বঞ্চিত।[৬০]

ভুলবশত হত্যার শাস্তি ঃ

১। মুমিন দাস মুক্ত করা।

২। মৃত ব্যক্তির পরিবারকে দিয়াত (রক্ত পন) প্রদান করা। ফকীহগণের, ঐক্যমতে হত্যাকারীর পরিবারের উপর দিয়াত আদায় করা ওয়াজেব, পরিবার তিন বৎসরের মধ্যে উহা পরিশোধ করার সুযোগ পাবে। প্রতি বৎসর $\frac{১}{৩}$ ভাগ আদায় করবে। [৬১]

দিয়াত হলো একশত উট। উহা তিন বৎসর কিস্তি পাঁচ প্রকারের উট দিয়ে আদায় করতে হবে। রাসূল স. হত্যার দিয়াত সম্পর্কে যে ফয়সালা দিয়েছেন, তাহলো ২০টি আসন্ন প্রসবা উষ্ট্রী। ২০টি পুরুষ উট। ২০টি দুধওয়ালা, ২০টি প্রাপ্ত বয়স্ক, ২০টি ছোট। [৬২]

ইসলামী শরিয়তের বিধান ও মানুষের তৈরী আইনে শাস্তির মধ্যে পার্থক্য ঃ

১। ইসলামী শরীয়তের বিধানে শাস্তির বিধানদাতা স্বয়ং আল-াহ তায়ালার। কি ধরনের শাস্তি মানুষের কল্যাণে হবে একমাত্র তিনিই তা জ্ঞাত। মানব রচিত আইনে শাস্তির বিধান মানুষ নিজেরা তৈরী করে অথচ মানুষ জানেনা কিসে তার কল্যাণ হবে।

২। শরীয়তের আইন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার ক্ষমতা কারও নেই। মানব রচিত আইন মানুষ নিজেরা প্রয়োজনে-পরিবর্তন করে।

৩। শরিয়তের আইন পূর্ণতা মহত্ত্ব ও শাশ্বত। মানব রচিত আইন সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল।

ইসলামী শরীয়তের বিধান ও মানব রচিত বিধানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও সউদী আরবের তূলনামূলক একটি চিত্র আমার এখানে উলে-খ করছি।

১। সউদী আরবে ব্যভিচারের ও অন্যান্য শাস্তির ১০ বছরের একটি পরিসংখ্যানঃ এখানে সন্দেহস্থলে শরীয়তের বিধান বর্হিভূত মিলন, একাকী মিলন, সমমৈথন, ব্যভিচার ও বলাৎকারের ঘটনাসূমহ ঃ [৬৩]

সন	ঘটনার সংখ্যা	প্রতি হাজারের অনুপাতে
১৯৬৫	৩৮০	.৭
১৯৬৬	৪৫০	.৮
১৯৬৭	৩০০	.৫
১৯৬৮	৩২১	.৫
১৯৬৯	৩৯২	.৫
১৯৭০	৩৪৫	.৬
১৯৭১	৩৪৬	.৫
১৯৭২	৩২৩	.৫
১৯৭৩	২৩৯	.৫
১৯৭৪	৩২৮	.৯

উলে-খ্য যে এখানে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী ৪ জন পুরুষের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়নি। যারা নিজেরা ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার করেছে শুধু তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছে যার সংখ্যা খুবই নগন্য বাকীদের উপর বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। যেটাকে তাযীর বলা হয়।

বাংলাদেশের নারী নির্যাতন অপরাধের শাস্তি ঃ দুই বছরের পরিসংখ্যান

	১৯৮৭-১৯৮৮	১৯৯৪-১৯৯৭
নারী অপহরণ	১০২৫	২০৮০
নারী ধর্ষন	১০৪১	২৩৬০
এসিড নিক্ষেপ	৪২	১০৭০

[৬৪]

২। সউদী আরবে ইচ্ছে করে হত্যা, ইচ্ছার সাদৃশ্য হত্যা ও ভুলবশতঃ হত্যা ও গাড়ীতে দুর্ঘটনা হত্যার ১০ বছরের পরিসংখ্যান ঃ

সন	ঘটনার সংখ্যা	প্রতি হাজারে ঘটনার অনুপাতে শাস্তি
১৯৬৫	১৬৯	.৩
১৯৬৬	১৫৪	.৩
১৯৬৭	৭৪	.১
১৯৬৮	৪০	.১
১৯৬৯	৪৯	.১
১৯৭০	৪১	.১
১৯৭১	৫৪	.১
১৯৭২	৩৯	.১
১৯৭৩	৫৪	০১
১৯৭৪	৭০	০১

বাংলাদেশে হত্যার অপরাধের পরিসংখ্যান ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ঃ

১লা জুন ১৯৮৮ জুলাই মাস পর্যন্ত হত্যা	১লা জুন ১৯৮৯ জুলাই মাস পর্যন্ত হত্যা
হত্যা ১২৭৬	হত্যা ১৪০৪
দাঙ্গা ৪৩৪৬	দাঙ্গা ৩৩০০
অন্যান্য ১৯৭৩৩	অন্যান্য ২১৭৮৫

[৬৫]

৩। সউদী আরবে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত ১০ বছরে চুরি, ডাকাতি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঃ

সন	ঘটনার সংখ্যা	ঘটনার অনুপাতে এক হাজারে সংখ্যা
১৯৬৫	৮৭৯	১৬
১৯৬৬	৯০৫	১৬
১৯৬৭	৯০৫	১৬
১৯৬৮	৭৯১	১৩
১৯৬৯	৮৫৪	১৪
১৯৭০	৭৯১	১২
১৯৭১	৯৮০	১৫
১৯৭২	৯৭৩	১৪
১৯৭৩	৯৪৮	১৪
১৯৭৪	৮৭৩	১২

এখানে ২৪ বছরে মাত্র ২ জনের চুরির অপরাধে হাত কর্তন করা হয়েছে। বাকীদের স্বাক্ষ্য প্রমাণে বিভিন্ন শাস্তি দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে শুধু ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ঃ

বিবরণ	১৯৮৮ জুলাই	১৯৮৯ জুলাই পর্যন্ত
ডাকাতি	৪১১	৫২৬
রাহাজানি	৩৫৮	৪৮৪
চুরি	২৭৫৩	৩১৮১
সিধেল চুরি	২২৬০	২৩৮৯
খুন	১২৭৬	১৪০৪
দাঙ্গা	৪৩৪৬	৩৩০০
অন্যান্য	১৯৭৩৩	২১৭৮৫
মোট =	৩১১৩৭	৩৩০৬৯

বাংলাদেশে ১৯৯৪-১৯৯৮ পর্যন্ত অপরাধের সংখ্যা ঃ

বিবরণ	১৯৯৪ সাল	১৯৯৫ সাল	১৯৯৬ সাল	১৯৯৭ সাল	১৯৯৮ সাল
ডাকাতি	৮৩৪	৯০৭	৯২৪	৯৩৩	১০৪২
রাহাজানি	১১১৮	১৩৯৯	১৬৬০	১৭৬৫	১৭৬৩
চুরি	৮৬৫২	৮৩৬৭	৮৯২৪	৮৫১১	১০৭৮৬
সিধেল চুরি	৪৯৩৮	৫১১০	৫১৭৭	৫৪২৫	৫৪৮০
খুন	২২২২	২৫৮৮	২৭০৮	২৭১৯	৩৫১৯
দাঙ্গা	৫০৪৪	৪৮২৭	৫৯৮৬	৪৯৬৭	৪২২৭
অন্যান্য	৫২৫০১	৫৯৭৩৩	৬৭৯৩১	৭৭৮৪১	৬৬৬৯৩
মোট =	৭৫৩০৯	৮২৯৩১	৯৩৩১০	১০২১৬১	১০৩০৬৮ [৬৬]

৪। সউদী আরবে মদ বিক্রি, মদ পান সংক্রান্ড় অপরাধের ১০ বছরের পরিসংখ্যান ঃ[৬৭]

সন	ঘটনার সংখ্যা	প্রতি হাজারে সংখ্যা অনুপাতে শাস্তি
১৯৬৫	১৭৭	৩
১৯৬৬	৬৪	১
১৯৬৭	১১৭	২
১৯৬৮	২	০
১৯৬৯	৩	০
১৯৭০	৩৬	১
১৯৭১	২৪	০
১৯৭২	১৫	০
১৯৭৩	২৪	০
১৯৭৪	১৪	০

বাংলাদেশে বি.ডি.আর কর্তৃক জানুয়ারী ১৯৮৮ হতে জানুয়ারী ১৯৯০ পর্যন্ত আটককৃত গাজা, হিরোইন ও মদের পরিসংখ্যান ঃ [৬৮]

১। হিরোইন	৭৯৮৯১ কেজি	মূল্য = ৭৯,৮০,৯০,১০০
২। গাজা	৩.০২১৮৯ কেজি	৬,০৪,৩৭৮
৩। মদ	৫,৫৫,৫৫০ কেজি	৩,২২,৬৭০

১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে অপরাধের সংখ্যা খুন ৪০,০৪০টি, ডাকাতি ৩৩,০৪৫ টি, চুরি ১৮৬২১২টি, রাহাজানি ৩১,৬৭৮ টি, ধর্ষণ ৫,৩১২টি।

১৯৮০ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত পুলিশের কাছে রেকর্ডকৃত অপরাধের সংখ্যা ৬০,৩২৩।[৬৯]

উভয় দেশের তুলনা করলে দেখা যায় সউদী আরব বাংলাদেশ থেকে ১৬ গুন বড় অথচ সেখানে মানুষ রাতদিন হাজার হাজার মাইল ভ্রমণ করে কোথায়ও ছিনতাই, ডাকাতি, রাহাজানির হয়না। প্রতি বছর ৫০ লাখ লোক হজ্জ পালন করে কোন প্রকার ছিনতাই-রাহাজানি ও হত্যার

ঘটনার খবর পাওয়া যায় না। সেখানে মানুষের জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা রয়েছে, কেননা সেখানে শরিয়াতের আইন বলবৎ রয়েছে। যে কারনে এ সব ঘটনা ঘটেনা।

ইসলাম তার চিরন্তন বিধান দ্বারা মানুষের মর্যাদা সংরক্ষণ করেছে এবং মানুষের জীবন সম্পদ ও সম্মানের উপর অত্যাচার ও জুলুম করাকে মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য করেছে এবং সেজন্য বিভিন্ন প্রকার কঠিন শাস্তি প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সুতরাং হত্যা ও ছিনতাই, সম্পদ চুরি করা এবং নিরপরাধ মানুষের উপর অত্যাচার করা এসবগুলোই এমন জঘন্য অপরাধ যার কঠোর প্রতিকারের প্রয়োজন। যাতে অপরাধীগণ পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে এবং সমাজ ও ব্যক্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়।

ইসলাম সন্ত্রাসী ও রাহাজানীকারীদের জন্য নানারূপ দন্ডবিধির ব্যবস্থা করেছে যেমন হত্যা, সুলেবিদ্ধ করা, হাত পা কেটে দেয়া, দেশ থেকে নির্বাসন ইত্যাদি। তেমনিভাবে চুরির অপরাধে হাত কাটার শাস্তির বিধান অপরাধ থেকে বিরত রাখা ও অপরাধের মূলোৎপাটন এবং উহা শুরুতে নির্মূল করতে সহায়তা করে। আর মানুষ শান্তি, নিরাপত্তা ও সম্মান ও স্থিতিশীল অবস্থায় জীবন যাপন করতে পারে।
ইসলামের শত্রুগণ হত্যাকারীদের হত্যা, চুরি ও ডাকাতির অপরাধে হাত কাটা, ব্যভিচারীকে শাস্তি দেয়া ইসলামী দন্ডবিধিকে কঠোর অপরাধ বলে মনে করে। তাদের মতে এসব অপরাধীদের প্রতি সমাজের অনুগ্রহ করা দরকার। কারণ তারা মানুষিক রোগে রোগাগ্রস্থ। আর এ ধরনের কঠোর শাস্তি সভ্য ও আধুনিক সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। যারা উন্নত ও সম্মানের সাথে জীবন যাপন করতে চায় তারা সমাজের চেয়ে অপরাধের প্রতি বেশী দরদী সমাজের প্রতি দরদী নয়। অথচ ঐ অপরাধ চক্র সমাজের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা নষ্ট করে তাদের ঘুম হারাম করেছে। যারা সার্বক্ষনিক জান-মাল ও সম্মানের জন্য একটি আতংক।
আমরা লক্ষ্য করছি যে, তাদের বিবেক বিবর্জিত এ চিন্তাধারা প্রভাবেই অধিকাংশ দেশে হত্যা, রক্তারক্তি, সম্পদ লুণ্ঠন ও অপরাধ প্রবনতা বেড়েই চলছে এবং নিরাপত্তা ধবংস হয়ে যাচ্ছে। সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে, এর কারণে অপরাধী ও রাহাজানিদের দিয়ে জেলখানা ভরে যাচ্ছে।
এটা খুবই আশ্চর্যজনক এ সব পশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ ইসলামের দন্ডবিধিকে কঠিন ও বর্বর মনে করে। তারা বলে আধুনিক যুগের জন্য এ বিধান অচল। যে কারণে এ শাস্তি (হত্যা, হাত কাটা ও বেত্রাঘাত) বাতিলের আহবান করে। অথচ তারা নিজেরাই এমন সকল অপরাধে লিপ্ত যাতে মাথা হেট হয়ে যায় এবং তার ভয়াবহতায় অন্তর শুকিয়ে যায়। তারা আজ দেশে দেশে বর্বর যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে এবং পাশবিক, লোমহর্ষক ও নৃসংঙ্গভাবে নিরীহ মানুষদের হত্যা করছে, শিশু ও নারীদের উপর জুলুম করছে, মানুষের বসবাসের ঘরবাড়ী ধ্বংস করছে এসব কাজ তাদের দৃষ্টিতে বর্বরতা নয়। এদের কর্মকান্ড সম্পর্কে কবি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। "গভীর জংগলে একজন মানুষকে হত্যা করা অমার্জনীয় অপরাধ অথচ নিরপরাধ একটি জাতিকে হত্যার বিষয়টি বিতর্কিত।" [৭০]
ইসলাম চোরের হাত কাটার বিধান রচনা করেছে, হয়ত এটি একটি কঠোর শাস্তি। কিন্তু উহা মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়েছে। এ বিশ্বাসঘাতক হাত যেটি কাটা হয়েছে মূলে এ অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগাগ্রস্থ ও অসুস্থ। আর এটা যুক্তিসঙ্গত নয় যে, আমি এ অংগটি এভাবে রেখে দিব যাতে রোগ সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ে। বরং উহা কর্তন করে সমস্ত দেহকে নিরাপদ করাই হলো বড় অনুগ্রহ। অপরাধীদেরকে বিরত রাখা ও তাদের জুলুম বন্ধ করা এবং সমাজে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি হাত কাটাই যথেষ্ট। আল-াহ ত্বায়ালার শরীয়তের বিধানের তুলনায় তাদের তৈরী বিধান কোথায়? অথচ শরীয়ত মানুষের জান মাল, ইজ্জত, সম্মান ও আত্মার হেফাজত করেছে। আজ জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নতির যে অগ্রগতি হয়েছে সে হিসাবে মানুষের জান-মাল ও জীবনের নিরাপত্তা আরো অধিক উন্নত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমরা বিশ্ব ব্যবস্থা এর বিপরীত দেখতে পাই। সত্য কথা হলো, আল-াহ মানব জাতির কল্যাণে যে বিধান দিয়েছেন যতদিন মানুষ সে বিধান অনুসরণ ও বাস্তবায়ন না করবে ততদিন মানুষ তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাবেনা।

<u>গ্রন্থপঞ্জি</u>

১। আল-কাসানী, বাদায়েউস সানায়ে, ৩য় সংস্করন, ১৯৮২, বৈরুতঃ দারুল কিতাবুল আরাবী, খন্ড ৭, পৃঃ ৯০
২। সাইয়েদ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ, ৩য় সংস্করন, ১৯৭৭ বৈরুতঃ দারুল কিতাবুল আরাবী, খন্ড ২, পৃঃ ৩০৫
৩। ডঃ আহমদ ফাতেহ, আল অকুবা ফি ফিকহুল ইসলামী, বৈরুত, দারুস শরফ ৪র্থ সংস্করন ১৯৮০, পৃঃ ১৮৩
৪। সুরা বাকারা ঃ ২২৯
৫। সুরা বাকারা ঃ ১৮৭
৬। বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, খন্ড ৬ পৃঃ ১৭৭
৭। ফতুয়া, ইবনে তাইমিয়া, বৈরুতঃ দারুল ফিকর ১৯৮১, খন্ড ২৮ পৃঃ ২৯৮
৮। ইবনে মাযা, কিতাবুল হুদুদ, খন্ড ৩ পৃঃ ১১৩
৯। মুসনাদ আহমদ, কিতাবুল তাফসীর খন্ড ২২, পৃঃ ১১৮
১০। সুরা আল-মায়েদা ঃ ৪৪,৪৫, ৪৭
১১। সুরা আন-নুরঃ২
১২। মুসলিম, কিতাবুল, হুদুদ
১৩। ফিকহুম সুন্নাহ, পূর্বোক্ত ৪০২
কোন কোন মতে, তিনজন অথবা তার চেয়ে অধিক ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে, অন্যমতে কেউ বলেন চারজন স্বাক্ষীর বাহিরে আরো চারজন উপস্থিত থাকবে।
১৪। পূর্বোক্ত, খন্ড ২ পৃঃ ৪১৯
১৫। পূর্বোক্ত
১৬। আহকামূল কুরআন, জাসসা, খন্ড১, পৃঃ ৫৪৯
১৭। সাইয়েদ সাবেক পূর্বোক্ত খন্ড ২ পৃঃ ৪৬৪
১৮। সুরা আল-মায়েদাঃ৩৩
১৯। বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, খন্ড ৬ পৃঃ ১৭৮
২০। আব্দুল কাদের আওদা, ফি তাসরী আল জানায়ী আল ইসলাম, মিশর ঃ দারুল মায়ারেফ, ১ম সংস্করন ১৯৮৩, পৃঃ ১২৮
২১। কুরতুবী আহকামূল কুরআন, বৈরুত, মকতবা মালাইন ১৯৮০, খন্ড ৬ পৃঃ ২৫৪
২২। কুরতুবী, পূর্বোক্ত খন্ড ৬, পৃঃ ১৫২

২৩। জুসাস, আহকামূল কুরআন, তা.কি, বৈর"তঃ দার"ল কিতাবুল আবারী, খন্ড ২, বাব হুদুদ হারাবা, পৃঃ ৪১২

২৪। আব্দুল কাদের আওদাহ পূর্বোক্ত ১৯১

২৫। আল আলুসী আল বাগদাদী, র"হুল মায়ানী, বৈর"ত ঃ দার"ল এহইয়া আত-তুরাসূল আরবী, ১৯৮৭ খন্ড ৬, পৃঃ ১৯৯

২৬। জুমসাস পূর্বোক্ত ৬, আহকামূল কুরআন, হামিদ মসায়িদী, মকদ্দমা ফি দিরাসা আল কানুন আদ দাওলী আল জানায়ী, বৈর"ত ৪র্থ সংস্করন দার"ল ফিকর"ল আরবী ১৯৭৭, পৃঃ ১৮৪

২৭। সাইয়েদ সাবেক পূর্বোক্ত খন্ড ২ পৃঃ ৪৮৭

২৮। আহম্মদ ফাতহী বাহানসী, আসসিয়াসা জানাইয়া ফিস শরীয়া ইসলামিয়া বৈর"ত ঃ দার"ল উর"বা, ১৯৬৫, পৃঃ ১১৫

২৯। ইবনে কুদামা, মগনী রিয়াদ ঃ মকতবা হাদীসাহ, তা.বি খন্ড ১০ পৃঃ ২৮৪

৩০। মগনী আল মুখতাসেরে খাবা লি ইবনে কুদামা কায়রো ঃ মত বা ফুযালা, ১৯৬৮ খন্ড ১ পৃঃ ২৮৪

৩১। পূর্বোক্ত, উলে-খ্য যে যদি কোন ব্যক্তি ঋণ নিয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত পরিশোধ না করে এমতাবস্থায় যদি ঋণদাতা সে পরিমান মাল চুরি করে তাহলে তার হাত কাটা যাবে না। সাইয়েদ সাবেক পূর্বোক্ত খন্ড ২ পৃঃ ৪৯২

৩২। ইবনুল কাইয়্যেম, ইলাম আল মুকেয়ীন, বৈর"ত ঃ দার"ল ফিকর ১৯৭২, খন্ড ৩, পৃঃ ১৪

৩৩। সুরা মায়েদা ঃ ৩৮

৩৪। বুখারী, কিতাবুল হুদুদ

৩৫। সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমূল কুরআন, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী ১৯৮০ খন্ড ৩, পৃঃ ৪২
নবী করীম স. বলেন একটি ঢালের মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যের জিনিষ চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না। সে সময় একটি ঢালের মূল্য দশ দিরহাম ছিল। আইশার মতে এক দিনারের (স্বর্ণমুদ্রা) $\frac{১}{৪}$ ছিল।

৩৬। কাসানী, পূর্বোক্ত

৩৭। মুহাম্মদ আবু জাহরাহ, আল জরিমা অল অকুবাত ফি ফিকহুল ইসলামী, বৈর"তঃ দার"ল ফিকর আরাবী ১৯৮৭, পৃঃ ১১৩

৩৮। জুআস আহকামূল কুরআন পূর্বোক্ত ৬

৩৯। তাফহীমূল কুরআন পূর্বোক্ত ৪৫

৪০। সুরা আল মায়েদা ঃ ৯১

৪১। মুসলিম কিতাবুল আশরিবা হাদীস ৩৭৩৩

৪২। ফিকহুম সুন্নাহ পূর্বোক্ত খন্ড ২, পৃঃ ৩৯৫

৪৩। সুরা আন-নুর ঃ৪

৪৪। মুসলিম কিতাবুল হুদুদ

৪৫। বুখারী কিতাবুল হুদুদ

৪৬। বাদায়ে আস সানায়ে পূর্বোক্ত

৪৭। সুরা আন নুর ঃ ৪

৪৮। ফিকহুম সুন্নাহ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪৬

৪৯। বাদায়ে আস সানায়া পূর্বোক্ত

৫০। শাওকানী, নাইলুল আওতার, বৈর"তঃ দার"ল ফিকর, ১৯৭৩ খন্ড ৭ পৃঃ ২৯০, সাইয়েদ সাবেক ঃ পূর্বোক্ত ২, ৪৫১

৫১। সুরা আল বাকারা ঃ ২১৭

৫২। বুখারী কিতাবুল হুদুদ

৫৩। ফিকহুম সুন্নাহ খন্ড ২, পৃঃ ৪৫১

৫৪। ফিকহুম সুন্নাহ পূর্বোক্ত

৫৫। মগনী, শরহে কবীর, পূর্বোক্ত খন্ড ১ পৃঃ ৭৪

৫৬। ফিকহুম সুন্নাহ পূর্বোক্ত

৫৭। সুরা আল আসরা ঃ ২৩

৫৮। বাদায়ে আস সানায়ে খন্ড ৭, পৃঃ ২৯৮

৫৯। ইবনে যাওজী বলেন ইচ্ছে করে হত্যাকারী র"ক্তপন হিসাবে ছয় প্রকার জিনিষ প্রদান করবে স্বর্ণমুদ্রা এক হাজার দিনার, রৌপ্য মুদ্রা বার হাজার দিরহাম, ১০০ শত উট, ২০০ গর", ২০০০ বকরী, ২০০ নতুন পোশাক এ দিয়াত স্বাধীন মুসলিম পুর"ষের জন্য স্বাধীন নারীর জন্য এর অর্ধেক। যাদুল মাসির খন্ড ২ পৃঃ ১৬৪

৬০। ফিকহুম সুন্নাহ খন্ড ২, পৃঃ ৫৩৪

৬১। তাফসীরে ইবনে কাসির খন্ড ১, পৃঃ ৫৩৪

৬২। নাইলুল আওতার খন্ড ৭, পৃঃ ৫৭

৬৩। ১৯৭৪ সালে সউদী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদন ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গবেষনা জার্নাল সংখ্যা ১২ রিয়াদ ১৯৮০

৬৪। মাহবুব উল-াহ বাংলাদেশ অপরাধ প্রবনতা বাড়ছে, সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, ঢাকা ২৪ ফেব্র"য়ারী ১৯৮৮, পৃঃ ২৭

৬৫। প্রাক্তন পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল এ আর খন্দকার কর্তৃক প্রদত্ত আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক এক স্বাক্ষাতকার, সাপ্তাহিক চিত্রবাংলা, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৯ পৃঃ ৫

৬৬। মাহবুব উল-্যাহ খান পূর্বোক্ত পৃঃ ২৭

৬৭। সউদী স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রচারিত প্রতিবেদন পৃঃ ১০৮

৬৮। দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ১৯ ফাল্গুন ১৩৯৬ বাংলা, বাংলাদেশ রাইফের সপ্তাহ ৯০

৬৯। আনিসউর রহমান আনিস, ১৭ বছর অপরাধের খতিয়ান সাপ্তাহিক ছুটি, ঢাকা ১২ জানুয়ারী ১৯৯০, পৃঃ ৫১-৫২

৭০। মুহাম্মদ আলী আস সাবকুনী,আহকামুল কুরআন বৈর"ত ঃ মকতবা মালাইন, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৫